বিকেলের তাঁতে বোনা

মধুময় পাল

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচী

মেঘ আর মোহর	৯
এসো ভুবনী	১৯
উদাসী হাওয়া	২৯
যমুনা ও থার্টিনাইন বাই ওয়ান	৩৮
দা ভিঞ্চির গৃহপ্রবেশ	৪৮
পুকুরপাড়ের বাড়ি	৫৭
ওরা সবাই খুশি	৬৬
বিকেলের তাঁতে বোনা	৭৫
ঘরেতে পুলিশ এল	৮৫
ক্ষুধার বিকেল	৯৪
বাড়িতে আজ কোন অতিথি	১০৭
মুখোমুখি মধুবন	১১৪
চাবি যখন হারিয়ে যায়	১২১

মেঘ আর মোহর

সাইকাসের বুকে দুটো শুকনো কদম পাতা। মোহরই প্রথম দেখল।

বারান্দায় মেঘনাদ ডাকছিল, দেখবে এসো, সেই জলা জায়গাটা আর নেই। দুপুরে ডাহুকের কান্নায় বুনো ঝোপ ভিজে যায় না। ফৌজি বুলবুলির গাঢ় প্রণয়ে গেরস্থালির গন্ধ পায় না শিরীষ। এখন হাজার হাজার বাড়ি হচ্ছে। মানুষের বিজয়ের নিশান...

কিংবা প্রকৃতির সমাধি সৌধ। বারান্দার দিকে চোখ রেখে মোহর বলেছিল।

শাড়ি পরলে ওকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে, মেঘনাদের তাই মনে হয়। গত বছর শাড়িটা রেখে গিয়েছিল এই বলে যে, তোমার সামনে শাড়ি পরে বসতে ভালো লাগে। অন্য-সময় সুযোগ নেই তো। কত কাল কেনা হয়নি। কাজের মেয়েরা একটা-দুটো করে নিয়ে গেছে। এখন তিনটেয় ঠেকেছে। একটা রেখে যাচ্ছি।

মেঘনাদ বলেছিল, যদি আর না আসো?

দু চোখ সীমান্তে চিত্রার্পিত করে জবাবে মোহর বলেছিল, তুমি আসতে বারণ করছ?

আগের কথাটাই আরেকটু শান দিয়ে মেঘনাদ উচ্চারণ করেছিল, যদি এখানে আসতে ইচ্ছে আর না করে?

শ্বেতকাঞ্চনের বুকের ভেতর ভ্রমরের পাখার ছটফটানির মতো দু চোখ নাচিয়ে, সাদা ভাঙা মেঘের মতো হেসে, মোহর বলেছিল, জেনে ভালো লাগছে যে, দেরিতে হলেও তুমি আমার ইচ্ছের দাম বুঝতে পেরেছ।

শাড়িটা ভাঁজ করে আলমারিতে তুলে রেখেছিল মেঘনাদ। ভেতরে যত্নের আন্তরিকতা ততটা ছিল না, বাইরে ভাবটা দেখাতে হল। হয়ত আর কোনওদিন এ বাড়িতে আসবে না মোহর। হয়ত আসবে জানিয়ে আসবে না। বলবে, যাব বলেছিলাম বুঝি! তাহলে যাওয়া

উচিত ছিল। কিংবা বলবে, ইচ্ছে করল না যেতে। কিংবা বলতে পারে, অন্য কাজ এসে গেল। তোমাকে ফোন করলে হতো।

আজ যখন এল, নতুন কেনা স্যান্ট্রো নিজেই চালিয়ে, উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল মেঘনাদ, একটু আগে সেল থেকে জানিয়েছে '১০ নম্বর ট্যাঙ্ক ক্রস করলাম', তারপরই মেঘনাদ বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এই ভেবে যে, ওপর থেকে হাত নেড়ে খুশিটা জানানো উচিত, নিচে গিয়েও জানানো যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি না আসে, অন্য কাজে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায়, কিছুই বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে ইচ্ছেটা অনিচ্ছে হয়ে ওঠে, মেঘনাদের হতাশার পরিমাণ একটু বেশি হতে পারে। তাই হিসেবের বারান্দায় দাঁড়ানো। মোহর নামল ট্রাউজার-শার্ট পরে। এতটাই সুন্দর আকেশনখ যে চোখ ওকে ধাওয়া করবেই, এতটাই তনুমায়া যে মাথার ভেতর ওর পোশাক খোলার লোভ অসংবৃত হবেই, মেঘনাদের শিরায় উপশিরায় মোহরের স্পর্শতাড়িত দিনগুলি রাতগুলি কলকলিয়ে ওঠে, মেঘনাদ হাত নাড়ে, মোহর হাত নাড়ে, মেঘনাদ হাসে, মোহর হাসে, গাড়ির দরজা চাবি-বন্ধ করার আগে হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে, যেমন চুল আঁচড়ে দু আঙুলের ডগায় ক্রিম রেখে আয়নার চোখে বিছানায় অপেক্ষমাণ মেঘনাদকে কতদিন জানিয়েছে 'আর পারি না'।

সেইসব আবেগ চাপা দিতেই যেন মেঘনাদ দরজা খুলে বলল, স্যান্ট্রোওয়ালি হ্যায়!

এবং মোহর অপার আনন্দ পেল, খুশি উছলে উঠল ভেতরে, ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঘনাদের ওপর, জাপটে ধরে সোফায় ফেলল কতকাল পর। এই ঘরেরই কিছু পুরাতন দৃশ্যের পুনর্জন্মের ভ্রূণ যেন।

এর পর মোহরকে যা যা করা উচিত, সে-সব করতে ভীষণ ইচ্ছে হয় মেঘনাদের। ইচ্ছের দাপটে একটা হাত মোহরের গলা জড়ায়। চুলের কুঞ্জবনে নিয়ে যায় পাঁচ আঙুলের খেলা। অন্য হাত ওর কোমর জড়াতে যাবে এমন সময় নিজের আকুলতার মুখে লাথি মারে মেঘনাদ। আঘাতটা বিরক্তিসূচক শব্দের জন্ম দিল। এটা মেঘনাদকে করতেই হয়। না করলে আরও বড় মার তাকে চুপচাপ সইতে হবে। মেঘনাদের ঠোঁট আদরের দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে হয়ত বলবে, তোমাকে এত ঘেন্না করি বোঝো না, কিংবা তুমি কোনওদিন আমার হতে পারো না, মেঘ, ইউ আর জাস্ট অ্যাভারেজ।

মেঘনাদ নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেনি। শুধু বলেছে, সারাদিন থাকবে তো?

এতেই কাজ হয়ে যাওয়ার কথা। মোহর টানখাড়া দাঁড়িয়ে বলবে, তুমি ডিক্টেট করছ? শর্ত চাপাচ্ছ? এখনও তোমার ইচ্ছে আমাকে মানতে হবে? তুমি একটা আকাট। আমার যতক্ষণ ইচ্ছে থাকব। যখন ইচ্ছে হবে চলে যাব। আমাকে পাও বলে ভেবো না যে আমাকে পাওয়ার অধিকার তোমার আছে।

আজ কিন্তু সেরকম হল না। অপ্রত্যাশিত জবাব পেল মেঘনাদ। যদি চাও, থাকব। কিছু

ভেবে আসিনি। শাড়িটা কোথায় রেখেছ?

আরও একটা বিস্ময় মেঘনাদের বোধবুদ্ধি আবছা করে দেয়। শাড়িটার কথা মনে আছে মোহরের! যার কাছে অতীতের কোনও মর্যাদা নেই, অতীতকে যে পারতপক্ষে পাত্তা দেয় না, যে অনায়াসে বলতে পারে, যা হয়ে গেছে তো গেছেই, তা মৃত, মৃত কারও কথা শোনে না, শোনে কি, তাহলে তাকে নিয়ে আমি ভাবব কেন, জীবনটা সমাধিক্ষেত্র নয়, খুব বেশি হলে সৎকার সমিতির রেকর্ড বুকের একটা পাতা রাখা যেতে পারে, যেমন বাবা-মা, একটা-দুটো বন্ধু, একটা-দুটো ঘটনা, হ্যাঁ এরা ছিল, ব্যাস, জঞ্জাল কম হলে জীবন নির্মল ও মসৃণ থাকে, সেই মোহর কিনা এক বছর আগে রেখে যাওয়া শাড়ির কথা মনে রেখেছে!

মেঘনাদের ঠিক মনে নেই শাড়িটা কোথায় রেখেছিল, মনে থাকার কথাও নয়, এক বছরে হয়ত চোখেই পড়েনি, তবে এটা নিশ্চিত যে ফেলে দেয়নি।

ফেলে দিয়েছ নাকি, নতুন বান্ধবী রাগ করবে বলে? মোহর বলে।

মেঘনাদ জবাব দেয়, আদরে রেখেছি তো, দুষ্টুমি করছে। খেলাচ্ছে।

নতুন বান্ধবীর কথা বলছ?

মেঘনাদ জবাব দেয় না। এত শার্ট-প্যান্ট জমে গেছে! কবেকার বুশ শার্ট, কালো রং তাকে মানায় না জেনেও কিনেছিল জেদ করে। কবেকার জিনস্, তখন সবে বাজারে আসছে, ইয়াংকি কালচারের আমদানি বলে নিন্দেমন্দ হচ্ছে, দামও বিস্তর, তবু কিনেছিল। এত পাঞ্জাবি কেনা হয়েছিল, অথচ পরা হয়নি, হুজুগ। গরম জামাও হয়েছে প্রচুর। সেভাবে গুছিয়ে রাখা নেই। আলমারির ভেতর থেকে কত কথা উঠে আসে, মেঘনাদের জীবনের অনুচ্ছেদ পরিচ্ছেদ পর্ব এবং খণ্ডতা। এই অবিন্যাসের ভেতর তার অবিন্যস্ততা। নিরর্থক কেনাকাটা করে দুঃখ-খেদ চাপা দিতে চেয়েছিল সে নিজেও!

মোহর বলে, তোমার এই খোঁচাটা বলে দিচ্ছে, তুমি নিজেকে কী দারুণ ভালোবাসো।

মেঘনাদ আরও ভেতরে ঢুকে যায়। মায়ের তোরঙ্গ থেকে সন্তানের শৈশবের পোশাকের মতো স্মৃতিময়তা উঠে আসে। সন্তানের মতো তারই মুখর অতীত মেঘনাদের মাতৃহৃদয়ের সঙ্গে কথা বলে।

কী ঝামেলায় ফেলেছি তোমাকে! ছেড়ে দাও। মোহর বলে। ফালতু একটা জিনিস খুঁজে বিবাহবার্ষিকীর দিনটা নষ্ট করবে কেন? দাও, তোমার পায়জামা পরে নিই। তোমাকে জড়িয়ে থাকা হবে।

বিস্ময় তো নয়, সুনামির জলোচ্ছ্বাস যেন। কোনও কম্পনে কি মোহরের সমুদ্রতলের প্লেট ভয়ঙ্কর ফাটলে পুরনো অবস্থান থেকে অপরিমেয় দূরে সরে গেছে? তৈরি হয়েছে নতুন অবস্থান? নতুন বেলাভূমি, নতুন দ্বীপভূমি জেগে উঠছে কি?

এক বছর আগে, বিবাহবার্ষিকীর কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় বেজায় চটেছিল মোহর।

বলেছিল, মেঘ, তুমি হলে সেই শ্মশানযাত্রী, যাকে মড়া পাহারায় বসিয়ে রেখে বন্ধুরা ঘুরতে যায়। ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি, তোমার কিছু নেই, তুমি এসব নিয়ে থাকো। কিন্তু আমাকে জড়াবে কেন? দেখো তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তবু বললাম এই জন্যে যে, কবে কী হয়েছিল তা নিয়ে আদিখ্যেতা বিরক্তিকর।

মেঘনাদ বলেছিল, ভুল হয়েছে। প্লিজ, আমাকে আর ফোন করো না। আমার কাছে এসো না। ফের ভুল করে ফেলতে পারি। ভালো থেকো। ফোন নামিয়ে রেখেছিল।

পরক্ষণেই বেজে ওঠে ফোন।

মেঘনাদ ধরে। ভাবে, যা নয় তা-ই বলে ধুইয়ে দেবে। ঢের খারাপ ব্যবহার পেয়েছে মোহরের কাছে। ফেরত দিতে চেয়েছে। পারেনি। কেন পারেনি? মোহর যদি কোনওদিন ফিরে আসে, সেই সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে? এটা কি মোহরকে ভালোবাসা? ভালোবাসা এত অক্ষম, অসহায়? ভালোবাসা এভাবে অপদস্থ, অপমানিত করে যায়? মেঘনাদ, তুমি নিজেকে বিশ্বসাহিত্যের কোনও প্রেমিক ক্যারেক্টারের প্যারালাল ভাবতে পারো। ভাবো। ভেবে ঢেকুর তোলো। আসলে তুমি একটা লোভী, মোহরকে তুমি ভালোবাসো না, লোভ করো। লোভই তোমাকে অপমানের দিকে ঠেলে দেয়। লোভীর সম্মান থাকে না। যে অনুগ্রহ চায়, নিগ্রহ সে পাবেই। মোহর তোমাকে এ জন্যেই ছেড়ে চলে গেছে। মেঘনাদ যে এ সব এই প্রথম ভাবল তা নয়। রিসিভার তুলেই সে কাদা ছুঁড়তে শুরু করে। রেগে গেলে তার গলা থেকে ভরাট রোমান্টিকতা খসে সরু ক্যানকেনে শব্দ বেরয়। কিন্তু কাদা যে জমায়নি, তার ছোঁড়া আর কতক্ষণ চলতে পারে। দেখো, আমি জানি, হোর শুড বি পেড ইন ক্যাশ। বাট আই থট ইউ আদারওয়াইজ। চেয়ে নেবে। সর্বোচ্চ এই গালাগালটার পর আর খুঁজে পায়নি মেঘনাদ। কেনই বা এ সব বলতে গেল, ভেবে থেমে যায়।

মোহর ধমক দেয়, বাজে বকছ কেন? সত্যিটা তুমি সহ্য করতে পারো না, তবু বলব। মড়া ঘাঁটা আমি পছন্দ করি না। তোমার আমার বিয়ের একটা তারিখ ছিল। সে ছিল। তা বছর বছর উদ্‌যাপন করতে হবে কেন? আমরা কে হে! তুমি কি স্মৃতিচারণের লাইনে খেলতে চাইছ? আমি নেই। আচ্ছা মেঘ, তুমি কি আমাকে খামোকা আসতে বলতে পারো না? যদি ইচ্ছে করে। আমিও কি ইচ্ছে করলে তোমার কাছে যেতে পারি না? যখন খুশি?

লম্বা জবাব দিতে পারে মেঘনাদ। ইচ্ছে করে না। গালাগালটা দিয়ে নিজেই কষ্ট পেয়েছে। মোহরের শেষ দিকের কথাগুলো উত্তেজনা অনেকটাই কমিয়েছে। আবার সন্দেহ হয়, মোহর কি টোপ দিচ্ছে? ফোন নামিয়ে রাখার আগে মেঘনাদ শুধু বলে, ভালো থেকো।

এবং বিকেলে হাজির মোহর।

দরজা খুলে অবাক মেঘনাদ বলেই ফেলে, তুমি!

মোহর বলেছিল, চলে এলাম। ইচ্ছে করল। এদিকে কাজও ছিল। 'রাইনোসেরাস'-এ

ট্রাউজারটা অনেক দিন পড়ে ছিল। নেওয়া হল। আসাও হল। 'এসো' বলবে না?

নাটকীয় ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মেঘনাদ।

মোহর বলেছিল, অনেকদিন পর শাড়ি পরেছি। তোমার জন্য।

মেঘনাদ লক্ষ করেছে। এখনও তেমনই প্রার্থিত শরীর মোহরের। হয়ত আগের চেয়েও। মেঘনাদ বলল, ভালো লাগছে।

আর আজ, মোহর নিজে বিবাহবার্ষিকীর প্রসঙ্গ তুলল। দিনটা যেন নষ্ট না হয় সে-কথাও বলল। তারিখটা মনে রেখেই এসেছে। যখন ফোন করেছিল, জানতে দেয়নি। মেঘনাদের মনে সম্ভাবনাটা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। মড়াঘাঁটা বুদ্ধি ফের গুবলেট না করে দেয়। আসতে চাইছে, আসুক। নাও আসতে পারে। যদি আসে, যতক্ষণ ইচ্ছে থাকবে, চলে যাবে। এত ভাবার কী আছে? তার চেয়ে নীলিমা সেনের গানে থাকা ভালো।

মোহর জিজ্ঞেস করে, ধোওয়া পায়জামা ও-ঘরে আছে কি?

মেঘনাদ জানায়, হ্যাঁ, আগে যেমন থাকত। শেষ কথাটা মতলব থেকে। এই ঘর একদিন মোহরেরও ছিল। সেটা মনে করিয়ে দিলে ও কতটা রিঅ্যাক্ট করে দেখা যেতে পারে।

রিঅ্যাক্ট করেনি। ও-ঘর থেকে পায়জামা হাতে ঢুকে মোহর বলে, এখানে ছাড়ি?

মেঘনাদ বলে, কেন? ও-ঘরে ছেড়ে এসো।

লজ্জা পাচ্ছো?

লজ্জা? আমাদের সবটাই তো দেখা। তবে এখন দেখার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

ট্রাউজার খুলে সোফায় রাখতে রাখতে মোহর বলে, আমি প্রশ্ন তুলব না। তুমি তুলবে কি না ভেবে দেখো। পায়জামার দড়ি বাঁধার সময় প্যান্টির ওপর মোহরের নাভির গোল গর্তের চারপাশে কামনার শ্রীখণ্ড খানিকক্ষণ খোলা থাকে। মেঘনাদ চোখ সরায় একটু দেরি করে।

মোহরের চলন চিন্তায় ফেলে মেঘনাদকে। আসা থেকে যা করছে, বিবাহিত জীবনের ঘটিগরম দিনগুলি রাতগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। নাকি পাঁকঠাণ্ডা অপ্রণয়ের অনিঃশেষ প্রহর? এক বছরে একটাও ফোন করেনি মেঘনাদ। মোহর করেছে। মেঘনাদের ভালোই লেগেছে। মোহরের অফিসের হাঙরদের খেলাধুলোর খবর, গ্লোবলাইন ছেড়ে উইজডম-এ যাওয়া বেতনের বিশাল বোঁচকা নিয়ে, কচি মাথা চিবিয়ে খাওয়ার নতুন নতুন প্রজেক্ট ইত্যাদি শুনেছে। গলাটা তো মোহরের। তার একসময়ের অতিনিকট মানুষের। সমস্যা-সমাধান সে-সবও মোহরের। সুতরাং গলা শুনেই মোহরকে কাছে পায় মেঘনাদ। সাত বছর হল চলে গেছে। মেঘনাদের সঙ্গে থাকা যায় না বলে। কথা বন্ধ করেনি। নতুন প্রেমিকদের গল্পও করেছে। ভালো লাগার কারণ নেই। তবু শুনে গেছে মেঘনাদ। একটা